Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 16-06-2026 16:34 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ১৬ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭৩ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

আওতায় চিন-পাকিস্তান, ‘শত্রু’র ঘুম ওড়াতে এবার আসছে ভারতের ‘টমাহক’!

ফের আকাশে আতঙ্ক, জেদ্দার পথে মাঝআকাশে যান্ত্রিক গোলযোগ, কেরলে ফিরল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান

বদ্রীনাথে তলোয়ার হাতে স্থানীয়দের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ শিখ পুণ্যার্থীদের! আহত বহু, স্থগিত তীর্থযাত্রা

খুলছে জিটিএ ফাইলস!

স্বচ্ছতার সঙ্গেই শিক্ষক-পুলিশ নিয়োগ, পাহাড়ে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নয়া জামানা ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথমবার পাহাড় সফরে এসে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা জিটিএ-তে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কার্শিয়াংয়ে প্রশাসনিক বৈঠক এবং ‘জনকল্যাণ শিবির’-এ যোগ দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপোস নেই। পাশাপাশি পাহাড়ে শিক্ষক ও পুলিশে নিয়োগের ঘোষণায় উৎসাহিত স্থানীয় বাসিন্দারা।কার্শিয়াংয়ের জনসভা থেকে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগের সরকার ছিল ‘নেগেটিভ সরকার’। জিটিএ-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে, সেই অভিযোগ তুলে তিনি স্পষ্ট করে দেন, বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে এ ধরনের অপকর্ম

সহ্য করা হবে না। হিন্দিতে উচ্চারণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিচিত বাক্য ; না খাউঙ্গা, না খানে দুঙ্গা। অর্থাৎ নিজেও খাব না, অন্যকেও খেতে দেব না।মুখ্যমন্ত্রী জানান, জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইতিমধ্যে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি আরও জানান, সমস্ত দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না।দুর্নীতির বিরুদ্ধে কড়া বার্তার পাশাপাশি পাহাড়বাসীর জন্য সুখবরও দেন শুভেন্দু। তিনি জানান, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই পাহাড়ে পুলিশে বড় আকারের নিয়োগ করা হবে। শিক্ষক পদেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। এবং এই পুরো প্রক্রিয়া হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে, কোনও অনিয়মের সুযোগ রাখা হবে না বলেও আশ্বাস দেন তিনি।পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীকে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আগের মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র পর্যটক হিসাবে পাহাড়ে ঘুরে যেতেন। কিন্তু আমি এখানে পর্যটক হিসাবে আসিনি। কাজ করতে এসেছি। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকার সুবাদে ডবল ইঞ্জিন সরকারের সমস্ত সুবিধা পাহাড়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।

ভবানীপুরের হারকে চ্যালেঞ্জ

হাইকোর্টে মমতা

নয়া জামানা ঃ ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতা হারানোর পর রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার আইনি পথে প্রতিরোধের কৌশল নিয়েছেন। আচমকাই কলকাতা হাইকোর্টে হাজির হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।সূত্র জানাচ্ছে, ভবানীপুরের বিধানসভা ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করেই এই আইনি পদক্ষেপ। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী ২০ রাউন্ডের দীর্ঘ লড়াই শেষে ১৫,১১৩ ভোটের ব্যবধানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করেন।ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই তৃণমূল শিবির নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে আসছিল।দুপুর আড়াইটে নাগাদ হাইকোর্টের ‘সি’ গেট দিয়ে আদালত চত্বরে প্রবেশ করেন মমতা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের শীর্ষ নেতারা। অল্প সময়ের মধ্যেই মামলা দায়ের করে বেরিয়ে যান তিনি।তৃণমূল

কংগ্রেস অভিযোগ করেছে যে ভোটে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে ; এজেন্টদের মারধর, সিসিটিভি বন্ধ রাখা এবং বহিরাগতদের হস্তক্ষেপ। সেই অভিযোগগুলিই এখন আদালতের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চলছে বলে সূত্রের খবর।এই পদক্ষেপ রাজ্য রাজনীতিতে নজিরবিহীন। ২০২১ সালে নন্দীগ্রাম বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টে সেই ফলাফল চ্যালেঞ্জ করে একটি নির্বাচনী আর্জি দাখিল করেছিলেন।সেই মামলায় তিনি শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ১২৩ অনুযায়ী দুর্নীতিমূলক আচরণের অভিযোগ এনেছিলেন এবং গণনা প্রক্রিয়ায় অনিয়মের দাবি করেছিলেন।সেই মামলার নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। তার আগেই দ্বিতীয়বার একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটলেন মমতা।২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি ২৯৪ আসনের মধ্যে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। বিধানসভায় শক্তি কমলেও আইনি পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মনস্থির করেছেন তৃণমূল নেত্রী।

রক্ষাকবচ প্রত্যাহারের আর্জি!

নয়া জামানা ঃ তীব্র ভর্ৎসনা করলেও মেসি কাণ্ডে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি বলেছিলেন, এখনই গ্রেপ্তারির মতো কড়া পদক্ষেপ নয়। যা খানিকটা স্বস্তি দিয়েছিল অরূপকে। যদিও তিনি তারপরও তদন্তে সহযোগিতা করেননি, এড়িয়েছেন হাজিরা। এই পরিস্থিতিতে এবার রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করলেন মেসির ভারত সফরের উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত । আগামী সপ্তাহে মামলার শুনানি।

অভিষেকের বাড়িতে পুরসভার মাপজোক

নয়া জামানা ঃ শান্তিনিকেতন বাড়ির পর এবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে হাজির কলকাতা পুরসভার কর্তারা। বাড়ি ও তার চারপাশ মেপে দেখা হচ্ছে। আর এতেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি অবৈধ অংশের হদিশ পেলে কি আজই ভেঙে ফেলা হবে? যদিও এনিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি কলকাতা পুরসভার আবাসন বিভাগের আধিকারিকরা।

স্কুলেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস

নয়া জামানা ঃ এবার সব স্কুলেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করতে হবে। জানিয়ে দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। বিকাশ ভবনের তরফে জারি নির্দেশিকায় সম্প্রতি জানানো হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ২০ জুন পালন করতে হবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 16-06-2026 16:34 Page 2

উটের পিঠে বসেই অফিস মিটিং

নয়া জামানা ডেক্স ঃ 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' ওয়ার্ক কালচার বিশ্বজুড়ে চাকরিজীবীদের কাজের ধরনটাই বদলে দিয়েছে। ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে আজকাল ট্রেন, বিমানবন্দর, ক্যাফে, সমুদ্র সৈকত কিংবা চলন্ত গাড়ি; যেকোনও জায়গাই হয়ে উঠছে অফিস ঘর। কিন্তু এক যুবক এই সব ধরনের দূরত্বের সমস্ত চেনা রেকর্ড ভেঙে দিলেন! অফিসকে তিনি সোজা টেনে নিয়ে গেলেন সাহারা মরুভূমির তপ্ত বালিরাশির মাঝে উটের পিঠে!

আজ্ঞে হ্যাঁ। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে এক ব্যক্তি সাহারা মরুভূমির তীব্র রোদের মধ্যে উটের পিঠে বসে দিব্যি ল্যাপটপ খুলে অফিসের জুম মিটিং বা 'জুম কল' -এ ব্যস্ত।ইন্টারনেট দুনিয়ায় এই অদ্ভুত ও নজিরবিহীন অফিস সেটআপ দেখে নেটিজেনদের চোখ কপালে উঠেছে।ইনস্টাগ্রামে 'সাদ আখ তার' নামের এক নেট ব্যবহারকারী এই অবিশ্বাস্য ক্লিপটি শেয়ার করেছেন। ভিডিওর ওপর টেক্সট দিয়ে লেখা রয়েছে, তও ওর বসকে বলেছে যে ও বাড়ি থেকে কাজ করছে।ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, চারদিকে ধূ-ধূ করছে মাইলের পর মাইল সোনালী বালির পাহাড়। আর তার মাঝখ ান দিয়ে হেঁটে চলেছে উট। সেই উটের পিঠে জাঁকিয়ে বসে কোলের ওপর কোনোমতে ব্যালেন্স করে ল্যাপটপ খুলেছেন ওই যুবক। ব্যাকগ্রাউন্ডের সেই আদিগন্ত মরুভূমি সাধারণ কর্পোরেট অফিসের চার দেয়ালের চেনা পরিবেশের সাথে এক অদ্ভুত ও চমৎকার বৈপরীত্য তৈরি করেছে। ভিডিওটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, তকিছু মানুষ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের ভ্যালু বাড়াতে বড্ড বেশি ভালবাসেন।ভিডিওটি ভাইরাল হতেই সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে মন্তব্যের বন্যা বয়ে গেছে। মরুভূমির মতো চরম প্রান্তিক এলাকা থেকে এমন নিষ্ঠা দেখে নেটিজেনরা মজাদার সব কমেন্ট করছেন। এক নেটপাড়ার বাসিন্দাকর্পোরেট দুনিয়ার পারফরম্যান্স সূচক টেনে রসিকতা করে লিখেছেন, অনে হচ্ছে আজকাল উটদেরও নিজস্ব কেপিআই মেইনটেইন করতে হচ্ছে।মরুভূমির মাঝখানে কীভাবে ল্যাপটপে ইন্টারনেট চলছে, তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে একজন লিখে ছেন, ওর পকেটে কি এলন মাস্কের স্টারলিঙ্ক ইন্টারনেট আছে নাকি? নেটওয়ার্ক পেল কোত্থেকে?অনেকেই আবার একেই আদর্শ 'রিমোট ওয়ার্ক' বলে আখ্যা দিয়েছেন। একজনের মন্তব্য, আসল স্বপ্ন তো এটাই! ট্রাভেল আর কাজ একসঙ্গে; একেই বলে নিখুঁত ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স। অপরদিকে একজন বাস্তব সমস্যার কথা মনে করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, মরুভূমি তো দূর, আমি ঘরের বাইরে ল্যাপটপ খ ুললেই ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়ে যায়!অনেকে আবার এই নতুন ধরণের কাজের স্টাইলের একটি চমৎকার নামও দিয়েছেন; 'ডাবলু এফ সি' অর্থাৎ 'ওয়ার্ক ফ্রম ক্যামেল' !

ভারতের অন্যতম অদ্ভুত রেল স্টেশন রয়েছে বাংলাতেই!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ট্রেনে চড়লে অবশ্যই প্রতিটি স্টেশনে থাকা বিখ্যাত হলুদ বোর্ডটি দেখেছেন, যেখানে স্টেশনের নাম এবং কোড লেখা থাকে। এই হলুদ বোর্ডটি স্টেশনের পরিচয় হিসেবে কাজ করে, যাত্রীরা কোথায় পৌঁছেছেন তা নির্দেশ করে। কিন্তু আপনি কি জানেন, ভারতে এমন একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে যার কোনও নাম নেই? হ্যাঁ, প্ল্যাটফর্মের হলুদ বোর্ডটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। একজন যাত্রী কীভাবে জানবেন কোথায় নামতে হবে? স্টেশনের নাম ছাড়া টিকিট কীভাবে বুক করা হবে? ভারতে এমন একটি নামহীন স্টেশন আছে যেখানে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই আপনার বিস্ময় জাগবে। একটি অদ্ভুত কারণে কেবল একটি রেল স্টেশনের কোনও নাম নেই। স্টেশনটির হলুদ বোর্ডে কোনও নাম লেখা নেই, কোনও পরিচয় নেই, তবুও প্রতিদিন সেখানে ট্রেন থামে। যাত্রীরা টিকিট কাটেন, ট্রেনে চড়েন। এই নামহীন রেল স্টেশনটি অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে। নামহীন হওয়া সত্ত্বেও স্টেশনটিতে প্রতিদিন কয়েক ডজন ট্রেন দাঁড়ায়। জানা গিয়েছে, স্টেশনটি যেখানে রয়েছে সেটির দুই প্রান্তে দু'টি গ্রাম রয়েছে। উভয় প্রান্তের গ্রামবাসীদের দাবি ছিল স্টেশনটি তাঁদের গ্রামের নামে হোক। এই নিয়ে দুই গ্রামের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। বিরোধ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। রায়ের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে রেল বোর্ড থেকে নাম সরিয়ে দেয়। তারপর থেকে, এই স্টেশনটি নামহীনই রয়ে গিয়েছে। শুধু নামহীন বলে নয়, স্টেশনটি রবিবার বন্ধও থাকে। ভারতে এই নামহীন স্টেশন ছাড়া আর কোনও রেলওয়ে স্টেশন রবিবার বন্ধ থাকে না। ভারতের বেশিরভাগ স্টেশন প্রতিদিন খোলা থাকলেও, এই নামহীন স্টেশনটি রবিবার বন্ধ থাকে। কারণ, রবিবার স্টেশন মাস্টারকে টিকিটের রেকর্ড জমা দেওয়ার জন্য বর্ধমানে যেতে হয়। তাই সেদিন স্টেশনে কোনও ট্রেন পরিষেবা দেওয়া হয় না। নিয়মিত দিনে ছ'টি ট্রেন যাতায়াত করে। তবে কেবল বাঁকুড়া-মসাগ্রাম প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি থামে এবং তাও দিনে ছ'বার। মজার বিষয় হল, এই স্টেশনে বিক্রি হওয়া ট্রেনের টিকিটের নাম 'রায়নগর'। এই নামেই টিকিট বুকিং করা হয়।

অণ্ডকোষে ছোবল অজগরের

নয়া জামানা ডেক্স ঃ এক অবিশ্বাস্য এবং শিউরে ওঠার মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন থাইল্যান্ডের একজন সাধারণ নাগরিক থানাত থাংথেওয়াানন। প্রতিদিনের মতোই তিনি বাড়ির টয়লেটে বসেছিলেন। কিন্তু অজান্তেই নিচে লুকিয়ে ছিল প্রায় ১২ ফুট লম্বা এক অজগর সাপ। আচমকাই সাপটি লাফিয়ে উঠে তাঁর পুরুষাঙ্গে কামড় বসায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় থানাত প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেও দ্রুতই সাপটিকে ঘাড় চেপে ধরে পাশের টয়লেট ব্রাশ দিয়ে আঘাত করতে শুরু করেন। কয়েক মিনিটের প্রাণপণ লড়াইয়ের পর তিনি সাপটিকে মেরে ফেলতে সক্ষম হন।আক্রমণের ফলে মুহূর্তেই বাথরুম রক্তে ভরে যায়। পরিবারের সদস্যরা ছুটে এসে থানাতকে হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা জানান, কামড়ের ক্ষত গুরুতর হলেও ভাগ্যক্রমে বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের দরকার পড়েনি। তাঁকে টিটেনাস ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং কয়েক ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। ডাক্তারদের ভাষায়, তএ ধরনের আঘাত সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করে। তবে এই ক্ষেত্রে তিনি ভাগ্যবান।দ থাইল্যান্ডে বর্ষাকালে নর্দমা ও পাইপলাইনের ভেতর দিয়ে প্রায়ই সাপ মানুষের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে পাইথন ও কোবরা প্রজাতির সাপ টয়লেটে উঠে আসার ঘটনা আগেও ঘটেছে।২০১৬ সালে ব্যাংককের এক ব্যক্তি টয়লেটে বসে থাকার সময় পাইথনের কামড়ে গুরুতর আহত হন। ২০২১ সালে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে এক মহিলা টয়লেট থেকে উঠে আসা সাপের কবলে পড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। গত বছর চিয়াং মাই শহরে একটি বাড়ির টয়লেটে ঢুকে পড়া পাইথনকে উদ্ধার করতে স্থানীয় দমকল বাহিনীকে ডাকতে হয়েছিল। এইসব ঘটনার কারণে থাই প্রশাসন বারবার সতর্কতা জারি করছে;টয়লেটে ঢোকার আগে আলো জ্বালিয়ে, জল ফ্লাশ করে এবং ভেতরটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখার জন্য।অজগর বিষাক্ত নয়, তবে তাদের শক্ত কামড় ও কুণ্ডলী পাকিয়ে চেপে ধরার প্রবণতা মারাত্মক বিপদের কারণ হতে পারে। প্রাণীবিদদের মতে, সাপ যখন হঠাৎ মানুষের সংস্পর্শে আসে, তখন আত্ম ত্মরক্ষার্থেই আক্রমণ করে। তবে সাপকে খালি হাতে ধরে মেরে ফেলার মতো ঘটনা সচরাচর শোনা যায় না। থানাতের এই লড়াই তাই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে।ঘটনার ছবি এবং বিবরণ প্রকাশ্যে আসতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। কেউ কেউ থানাতকে 'সাহসী নায়ক' আখ্যা দিচ্ছেন, আবার অনেকে বলছেন, এই ঘটনা মানুষের প্রতি প্রকৃতির স্পষ্ট সতর্কবার্তা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নগরায়নের ফলে সাপসহ বহু বন্যপ্রাণী মানুষের বসতিতে চলে আসছে। ফলে এ ধরনের সংঘাত আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে।থানাত থাংথেওয়াাননের এই অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে তিনি এখ ন স্থিতিশীল আছেন। তবে এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল;প্রকৃতি এবং মানুষের সীমারেখা যখন মুছে যেতে থাকে, তখন কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির জন্ম হতে পারে।

এক অবিশ্বাস্য এবং শিউরে ওঠার মতো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন থাইল্যান্ডের একজন সাধারণ নাগরিক থানাত থাংথেওয়াানন। প্রতিদিনের মতোই তিনি বাড়ির টয়লেটে বসেছিলেন। কিন্তু অজান্তেই নিচে লুকিয়ে ছিল প্রায় ১২ ফুট লম্বা এক অজগর সাপ। আচমকাই সাপটি লাফিয়ে উঠে তাঁর পুরুষাঙ্গে কামড় বসায়। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় থানাত প্রথমে হতবাক হয়ে গেলেও দ্রুতই সাপটিকে ঘাড় চেপে ধরে পাশের টয়লেট ব্রাশ দিয়ে আঘাত করতে শুরু করেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 16-06-2026 16:34 Page 3

হাতির হামলায় গুঁড়িয়ে গেল স্কুলের শ্রেণিকক্ষ, ডুয়ার্সে আতঙ্ক

নয়া জামানা, বানারহাট ঃ ডুয়ার্সে হাতির লাগামহীন তাণ্ডব অব্যাহত। এবার রাতের অন্ধকারে একটি জুনিয়র হাই স্কুলের শ্রেণিকক্ষ গুঁড়িয়ে দিল এক দলছুট দাঁতাল।

বর্তমান রাজ্য রাজনীতিতে কংক্রিটের কাঠামো ভাঙার প্রসঙ্গে বুলডোজারের নাম উঠে আসলেও, বানারহাটের এই দৃশ্য যেন কোনও অংশে কম নয়। হাতির হানায় তছনছ হয়ে গেছে গোটা ক্লাসরুম।ঘটনাটি ঘটেছে বানারহাটের জ্ঞানড্রাপাড়া বড় লাইন জুনিয়র হাই স্কুলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে একটি হাতির দল জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসে। তার মধ্যেই একটি দাঁতাল স্কুল চত্বরে ঢুকে পড়ে এবং হামলা চালায়। হাতিটি প্রায় ১০ ফুট উঁচু একটি পাকা দেওয়াল ধাক্কা মেরে সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে দেয়। ভেঙে পড়ে ক্লাসরুমের চালও।প্রতিদিনের মতো আজ সকালে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে এসে এই ধ্বংসলীলা দেখতে পান। ঘটনার জেরে গোটা এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হাতির এই ক্রমাগত হানায় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিন হাতির হামলায় কেবলমাত্র স্কুলের শ্রেণিকক্ষের দেওয়ার নয় পাশাপাশি পড়ুয়াদের পঠন-পাঠনের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী নষ্ট হয়েছে।। স্কুলের রুমের ফ্যান থেকে চেয়ার বেঞ্চ সমস্ত কিছুই নষ্ট করে দিয়েছে হাতি।স্থানীয়দের দাবি, বন দপ্তর অবিলম্বে এই এলাকায় হাতির তাণ্ডব রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে পুলিশের হানা, বাজেয়াপ্ত একাধিক গাড়ি

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই চর্চায় রয়েছেন তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। এরই মধ্যে সোমবার সন্ধ্যায় কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে বাড়ি থেকে একাধিক গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে সেগুলি পুলিশি নিরাপত্তায় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছু পুলিশ আধিকারিক সোমবার বিকেলে কৃষ্ণ দাসের বাড়িতে পৌঁছন। তারপর বাড়ির বিভিন্ন ঘর, গ্যারেজ এবং আশপাশের জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় বেশ কয়েকটি গাড়ি উদ্ধার হয়। গাড়িগুলির কাগজপত্রও খতিয়ে দেখা হয়। পরে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এলাকার মানুষজন জানান, হঠাৎ করে এত পুলিশ দেখে অনেকেই বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন। কী হয়েছে, তা নিয়ে শুরু হয় জোর আলোচনা। যদিও পুলিশ কাউকে তল্লাশি অভিযানের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। উল্লেখ্য, গত ৫ মে ভোট গণনার পর থেকেই কৃষ্ণ দাসকে আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি বলে দাবি স্থানীয়দের। তারপর থেকেই তিনি ফেরার রয়েছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। তাঁকে খুঁজতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। এরই মধ্যে কয়েকদিন আগে জলপাইগুড়ির রংধামালি বাজার এলাকা থেকে কৃষ্ণ দাসের গাড়িচালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তদন্তকারীদের মতে, চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই সোমবারের তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এলাকার অনেকেরই বক্তব্য, ভোটের পর থেকেই কৃষ্ণ দাসকে নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। তাঁর নামে একাধিক অভিযোগ ওঠার পর থেকেই পুলিশের নজরদারি বাড়ে। এবার বাড়িতে তল্লাশি এবং গাড়ি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনায় সেই আলোচনা আরও জোরালো হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত করা গাড়িগুলির সমস্ত নথি খতিয়ে দেখা হবে। গাড়িগুলির মালিকানা এবং সেগুলি কী কাজে ব্যবহার করা হতো, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। পাশাপাশি কৃষ্ণ দাস কোথায় রয়েছেন, সেই বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ। সোমবারের এই অভিযানের পর গোটা এলাকায় নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। চায়ের দোকান থেকে বাজার সর্বত্র এখন একটাই আলোচনা, কৃষ্ণ দাস কোথায়? আর তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া গাড়িগুলির সঙ্গে তদন্তের কী যোগ রয়েছে? তবে পুলিশ এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি। তদন্তের স্বার্থে অনেক তথ্য গোপন রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, তদন্ত এগোচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। এখন সকলের নজর পুলিশের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। কৃষ্ণ দাসের খোঁজ কবে মিলবে এবং এই মামলায় আর কী কী তথ্য সামনে আসে, সেটাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছে জলপাইগুড়ির মানুষ।

জাল লটারি চক্রে সাফল্য, গ্রেপ্তার কিংপিন, উদ্ধার নগদ অর্থ

নয়া জামানা, পুরুলিয়া ঃ দীর্ঘদিন ধরে পুরুলিয়া জেলাজুড়ে চলতে থাকা জাল লটারির কারবারে বড়সড় সাফল্য পেল জেলা পুলিশ। নিতুড়িয়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে এই চক্রের মূল সরবরাহকারী-সহ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, এই গ্রেফতারির ফলে জাল লটারি চক্রের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছনোর পথ আরও সহজ হবে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম শক্তি যাদব ও গণেশ সাউ। তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে নিতুড়িয়া থানার আমডাঙা ও রাণীপুর গ্রামে। শক্তি যাদব স্থানীয় স্তরে জাল লটারি সরবরাহের কাজ করত বলে অভিযোগ, অন্যদিকে গণেশ সাউকে এই চক্রের মূল সরবরাহকারী বা 'কিংপিন' বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। পুলিশের দাবি, ২০২৫ সালের ২৩ এপ্রিল জাল লটারি বিক্রির অভিযোগে দু'জন বিক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই সময় প্রচুর জাল লটারি ও নগদ ২২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়। তদন্তে উঠে আসে আরও বড় চক্রের অস্তিত্ব। এরপর থেকেই মূল অভিযুক্ত গণেশ সাউ গা ঢাকা দেয়। প্রায় এক বছর আত্মগোপনে থাকার পর রবিবার রাতে গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে নিতুড়িয়া থানার পুলিশ।ধৃতের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ১০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ মনে করছে, এই অর্থ জাল লটারির কারবার থেকেই এসেছে। ধৃতদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়।তদন্তকারীদের মতে, জাল লটারি চক্রটি অত্যন্ত সংগঠিতভাবে কাজ করত। বৈধ লটারির টিকিটের হুবহু নকল তৈরি করে তা বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হত। সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে আসল ও নকল লটারির মধ্যে পার্থক্য করা কার্যত অসম্ভব ছিল। বৈধ লটারি বিক্রির তুলনায় দ্বিগুণ কমিশনের লোভে অনেক বিক্রেতাও এই বেআইনি কারবারে জড়িয়ে পড়তেন। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, জাল লটারি একাধিক হাত ঘুরে বিভিন্ন বিক্রেতার কাছে পৌঁছত। ধৃত শক্তি যাদব নিতুড়িয়া এলাকায় সেই বিতরণ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তদন্তকারীরা এখন এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, অতীতেও পুরুলিয়ায় জাল লটারির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালিয়েছে জেলা পুলিশ ও সিআইডি। সেই তদন্তে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্রের ইঙ্গিত মিলেছিল।

বর্তমান তদন্তেও আন্তঃরাজ্য চক্রের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।পুলিশের মতে, এই ধরনের জাল লটারির কারবারে শুধু সাধারণ মানুষ প্রতারিত হন না, রাজ্যের রাজস্ব ব্যবস্থাও বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়ে। তাই গোটা চক্রের শিকড় উপড়ে ফেলতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে। এখন তদন্তকারীদের নজর এই চক্রের আর্থিক লেনদেন, সরবরাহ নেটওয়ার্ক এবং সম্ভাব্য আন্তঃরাজ্য যোগসূত্রের দিকে।

আম কুড়োতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ, জখম ৩ শিশু

নয়া জামানা, মালদহ ঃ ইংরেজবাজারে আম কুড়োতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে জখম হল তিন শিশু। মঙ্গলবার সকালে ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহান্ন বিঘা থানা এলাকার একটি আমবাগানে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। আহতদের মধ্যে এক শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে এলাকার তিন শিশু বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে একটি আমবাগানে আম কুড়োতে যায়। সেখানে পড়ে থাকা একটি বস্তু আম ভেবে ব্যাগে ভরতে গেলে আচমকাই সেটি বিস্ফোরিত হয়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের জেরে তিন শিশুই গুরুতর জখম হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে এক শিশুর অবস্থা সংকটজনক বলে চিকিৎসক সূত্রে জানা গিয়েছে।ঘটনার পর আমবাগানে পড়ে থাকা শুকনো পাতার উপর রক্তের দাগ দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এলাকাটি ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি তাসের বান্ডিল এবং দেশলাই উদ্ধার করেছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, আমবাগানের কাছেই একটি রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস রয়েছে এবং ওই এলাকায় নিয়মিত জুয়ার আসরসহ বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ চলে। তাদের দাবি, কে বা কারা ওই বোমা মজুত করে রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের উৎস এবং বোমাটি সেখানে কীভাবে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় মহলে। তদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে প্রশাসন ও এলাকাবাসী।

গ্রেপ্তার তৃণমূলনেতা সৌমিত্র ব্যানার্জি, আদালতে যাওয়ার পথে ডিম থেরাপি-বিক্ষোভ

নয়া জামানা,আসানসোল ঃ পুলিশকে হুমকি দেওয়ার পুরনো অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন যুব নেতা সৌমিত্র ব্যানার্জি-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়াও ভোটের দিন একাধিক গাড়িতে ভাঙচুর, বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও নেতাদের মারধর, ভোটের সময় হিংসা ছড়ানো এবং হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বিজেপির পক্ষ থেকে তাঁর গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মঙ্গলবার রানীগঞ্জ থেকে তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পুলিশ যখন সৌমিত্র ব্যানার্জিকে আদালতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন কিছু বিক্ষোভকারী তাঁর উদ্দেশে ডিম ছোড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রানীগঞ্জ থানা চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 16-06-2026 16:34 Page 4

ঢাকার ঔরঙ্গাবাদ আর

লাল গোলাপের দুর্গ

বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে একটা দুর্গ। কষ্টিপাথর, মার্বেল আর রংবেরং-এর টালি দিয়ে বানানো। পুরোনো ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই দুর্গ তৈরির কাজ শুরু করিয়েছিলেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় ছেলে শাহজাদা আজম। সেটা ১৬৭৮ সাল। তখনও সম্রাট হননি তিনি। বাংলার সুবাহদার হয়ে ঢাকায় ছিলেন ১৫ মাস। এই সময়েই দুর্গ তৈরির কাজ শুরু হয়। যদিও মারাঠা বিদ্রোহীদের দমন করতে বাবা ঔরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠালে থেমে যায় সেই দুর্গ বানানো। তারপর ১৬৮০ সালে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাহদার হয়ে এলে আবার দুর্গ বানানো চালু হয়। প্রথমে বাবার নামে শাহজাদা আজম দুর্গের নাম রেখেছিলেন ঔরঙ্গাবাদ কেল্লা। বুড়িগঙ্গার তীরে জায়গাটার নাম রেখেছিলেন ঔরঙ্গবাদ। আবার ফিরে আসি মুঘল আমলের গল্পে। ১৬৮৪ সালে সুবাহদার শায়েস্তা খাঁর মেয়ে ইরান দুখত রাহমাত বানু ওরফে পরি বিবির মৃত্যু হয় ওই জায়গায়। এই পরি বিবির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল শাহজাদা আজম শাহের। পরি বিবির মৃত্যু হলে শায়েস্তা খাঁ মনে করেছিলেন যে এই দুর্গটা অপয়া। যে কারণে দুর্গ তৈরির কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন তিনি। পরি বিবিকে সেই দুর্গেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ১৬৮৮ সালে শায়েস্তা খাঁ আগ্রা চলে গেলে আস্তে আস্তে কমতে শুরু করে এই কেল্লার জনপ্রিয়তা। কয়েক বছর পরেই বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঔরঙ্গবাদ দুর্গ পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল অনেক বছর। ব্রিটিশ আমলে ১৮৪৪ সালে ঢাকা কমিটি নামের একটা আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান কেল্লাটিকে সংস্কারের কাজ শুরু করে। তখন জায়গাটার নাম পাল্টে হয় লালবাগ। আর দুর্গের নাম রাখা হয় লালবাগ কেল্লা। অনেকে মনে করেন, সেখানে এক সময় লাল গোলাপের বাগান ছিল, যার থেকেই এসেছে এই নাম। ১৯১০ সালে লালবাগ দুর্গের পাঁচিল সংরক্ষিত স্থাপত্য হিসেবে আনা হয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে।লালবাগ কেল্লায় মোট তিনটে ফটক আছে যার দুটি এখন বন্ধ থাকে। ভ্রমণপিপাসু মানুষ আর দর্শনার্থীদের কাছে দুর্গের সবথেকে জনপ্রিয় অংশগুলো তিন গম্বুজওয়ালা শাহি মসজিদ, পরি বিবির সমাধি আর দেওয়ান-ই-আম এবং হাম্মাম খানা। একই দালানের নিচের তলায় ছিল বাসভবন বা হাম্মাম খানা আর দোতলায় বিচারালয় বা দেওয়ান-ই-আম। কেল্লার যে ফটকটা এখনও খোলা রয়েছে সেটা দিয়ে ঢুকলে সোজা চোখে পরে পরি বিবির সমাধি। মার্বেলে তৈরি সমাধিসৌধের ওপরে আছে তামার পাত দিয়ে মোড়া আটকোণা এক কৃত্রিম গম্বুজ। পুব দিকের তিন গম্বুজওয়ালা মসজিদটি শাহজাদা আজম তৈরি করিয়েছিলেন ১৬৭৮-৭৯ সালে। এখনও সেখানে নামাজ পরা হয়। পাতাবাহার, ঝাউ, রঙ্গন, গোলাপ, গাঁদার বাগানটিও আকৃষ্ট করে দর্শকদের। দেওয়ান-ই-আম এবং হাম্মাম খানার ভবন এখন ব্যবহৃত হচ্ছে 'লালবাগ কেল্লা জাদুঘর' হিসেবে। মুঘল আমলের ছবি, শায়েস্তা খাঁর জিনিসপত্র, তখনকার অস্ত্রশস্ত্র, জামাকাপড়, মুদ্রার সংগ্রহ রয়েছে সেখানে। ঢাকার গুলিস্তান গোলাপ শাহর মাজার থেকে টেম্পো করে লালবাগ যাওয়া যায়। এছাড়া নিউমার্কেট এবং গুলিস্তান থেকে আছে রিক্সার ব্যবস্থাও। সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকেও বাবু বাজার হয়ে পৌঁছতে পারেন এই কেল্লায়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে একটা দুর্গ। কষ্টিপাথর, মার্বেল আর রংবেরং-এর টালি দিয়ে বানানো। পুরোনো ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এই দুর্গ তৈরির কাজ শুরু করিয়েছিলেন মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় ছেলে শাহজাদা আজম। সেটা ১৬৭৮ সাল। তখনও সম্রাট হননি তিনি। বাংলার সুবাহদার হয়ে ঢাকায় ছিলেন ১৫ মাস। এই সময়েই দুর্গ তৈরির কাজ শুরু হয়। যদিও মারাঠা বিদ্রোহীদের দমন করতে বাবা ঔরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠালে থেমে যায় সেই দুর্গ বানানো। তারপর ১৬৮০ সালে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাহদার হয়ে এলে আবার দুর্গ বানানো চালু হয়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।